গল্পগুলো

হৃদয়ছোঁয়া

বই	**গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া**
লেখক	শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি
ভাষান্তর	আবদুন নুর সিরাজি
সম্পাদনা	জাবির মুহাম্মদ হাবীব
বানান সমন্বয়	মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান
প্রকাশক	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
প্রচ্ছদ	আবুল ফাতাহ মুন্না
পৃষ্ঠাসজ্জা	*মুহাম্মদ পাবলিকেশন* গ্রাফিক্স টিম

গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া

শাইখ মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া

প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা ২০২০

প্রকাশনায়

মুহাম্মদ পাবলিকেশন

গিয়াস গার্ডেন বুক কমপ্লেক্স, দোকান নং # ১২২,
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
+৮৮ ০১৩১৫-০৩৬৪০৩, ০১৬২৩-৩৩৪৩৪২

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার পরিবেশক

মাকতাবাতুন নূর : ০১৮৫৭-১৮৯ ১৪৪
মাকতাবাতুল হিজায : ০১৯২৬-৫২০ ২৫৩
মাকতাবাতুল ইসলাম : ০১৯১২-৩৯৫ ৩৫১
সমকালীন প্রকাশন : ০১৬১৬-৬২৬ ৬৩৬

যাত্রাবাড়ি কিতাবমার্কেট পরিবেশক : মোস্তাফা বই.কম : ০১৮৩৩-২৫৩১১৭

অনলাইন পরিবেশক

❐ Well Reachbd.com ❐ রকমারি ❐ ওয়াফি লাইফ ❐ সিজদাহ.কম ❐ বই বাজার ❐ ধুমকেতু

বইমেলা পরিবেশক

বাংলার প্রকাশন

মূল্য : BD ৳ ২২০, US $ 8, UK £ 4

GOLPOGULO RIDOYCHOA

Writer : Shaikh Muhammad Ibn Abdur Rahman Arifi
Translated : Abdun Nur Sirazi

Published by

Muhammad Publication

Gias Garden Book Complex, Shop # 122
37 Northbrook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
+88 01315-036403, 01623-334342
https://www.facebook.com/muhammadpublicationBD/
muhammadpublicationBD@gmail.com
www.muhammadpublication.com

ISBN : 978-984-34-6603-7

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। বইয়ের কোনো অংশের পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা, ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অর্পণ

আমার স্বপ্ন ও গল্পের রাজকন্যা তাইয়্যেবা নুর ও সামিহা নুরের
উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায়। যাদের প্রতিটি নড়াচড়া আমার
হৃদয়ে সৃষ্টি করে অজানা সুখের ঢেউ।

—অনুবাদক

প্রকাশকের কথা

মানুষ গল্পপ্রিয়। এটা মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। গল্প পড়তে ভালো লাগে, শুনতেও ভালো লাগে। বয়ান বক্তৃতায় যদি থাকে গল্পের রস, তাহলে তো কথাই নেই! সকল শ্রোতা নড়ে-চড়ে বসে। একেবারে মজে যায়। হারিয়ে যায় গল্পের মাঝে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিষয়বস্তু শ্রোতাদের অন্তরে গভীরভাবে গেঁথে দেওয়া ও আকর্ষণ সৃষ্টির ব্যাপারে গল্পের ছলে নসিহত ও কাহিনির অবতারণা বড়ই ক্রিয়াশীল। আর গল্পগুলো যদি হয় সাহাবাজীবনের, তাহালে তো সোনায় সোহাগা।

কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতেকালের পর সারা পৃথিবীতে যারা ইসলামের আদর্শ ও আলো ছড়িয়ে দিয়েছেন, যাদের রক্ত, ঘাম, শ্রম ও বিপুল ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে ইসলাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তারাই হলেন রাসুলের প্রিয় সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর তাদের জীবনে ও কর্মে ইসলামের প্রায়োগিক রূপ মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাই ইসলামকে বুঝতে ও জানতে হলে সাহাবিগণের জীবনাদর্শ, তাদের জীবনের গল্প ও নসিহতের কোনো বিকল্প নেই।

এই গ্রন্থে আরবের পাঠকনন্দিত লেখক ড. *মুহাম্মদ ইবনে আবদুর রহমান আরিফি* গল্পের ভাষায় সাহাবি ও তাবেয়ি-জীবনের নানান চিত্র তুলে ধরেছেন। ছোট ছোট গল্পঘটনার মাধ্যমে লেখক তুলে ধরেছেন সোনালি

মানুষের দিনযাপন। সাহাবিদের জীবনের চিত্তাকর্ষক হীরাখণ্ডগুলো ছড়িয়ে দিয়েছেন এই বইয়ের পাতায় পাতায়। জীবনের পরতে পরতে বিশুদ্ধতার ছোঁয়া পৌঁছে দেবার এবং জীবন বদলে দেওয়ার গল্পভাষ্যই হলো—*গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া।*

বইটি অনুবাদ করেছেন লেখক ও অনুবাদক *আবদুন নূর সিরাজি* ইতোমধ্যে *মুহাম্মদ পাবলিকেশন* থেকে তার একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি বই প্রশংসা কুড়িয়েছে। আশা করি এটিও পাঠককে আপ্লুত করবে।

সম্পাদনা করেছেন লেখক, প্রিয় *জাবির মুহাম্মদ হাবীব* বানান সমন্বয় করেছেন *মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান।* তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের এ খেদমত কবুল করুন।

বইটি যথাসাধ্য সাবলীল ও নির্ভুলের চেষ্টায় আমরা কমতি করিনি; কিন্তু মানুষ ভুল, অক্ষমতা ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি এড়িয়ে যাওয়া অনেক সময় সম্ভব হয় না। অসতর্কতাবশত ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভাষাপ্রয়োগে জটিলতা বা ভাবের গরমিল থেকে যেতে পারে। পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনের মনোভাব নিয়ে সকল ব্যাপারে আমাদের অবহিত করবেন বলে আশা রাখি।

পরিশেষে আল্লাহ তাআলা বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জাজায়ে খায়ের দান করুন। আমিন।

—মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান
২৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি.

অনুবাদকের কথা

ইতিহাস ও গল্পের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মগত-স্বভাবজাত। ফলে যেকোনো ইতিহাস যদি গল্পভাষ্যে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়, তাহলে তা হয়ে ওঠে সহজবোধ্য ও সুখপাঠ্য। তৃপ্তি ও আনন্দের সাথে মানুষ সহজেই তা পাঠ করতে পারে, জানতে পারে।

এদিকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারিমের অসংখ্য জায়গায় গল্প-ঘটনার ইঙ্গিতে নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

সুরা বাকারা, সুরা ইউসুফ, সুরা নমল, সুরা নাহাল, সুরা কাহাফ, সুরা মারয়াম এবং সুরা ফিল-এর তাফসির দেখলে, বুখারি শরিফ ও মুসলিম শরিফ থেকে আরম্ভ করে হাদিসের অন্যান্য কিতাবাদি অধ্যয়ন করলে, অগণিত ও অজস্র ইতিহাস ও গল্পের সন্ধান পাবো আমরা। আল্লাহ তাআলা তো সুরা ইউসুফের শুরুতেই বলেছেন—

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ

'আমি আপনার প্রতি সবচেয়ে সুন্দর ঘটনাটি বর্ণনা করবো'। [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ৩]

এই আয়াতে আল্লাহ তাআলা কত নান্দনিকভাবে বান্দার দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন! কেন এই প্রয়াস? আল্লাহ তাআলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় তাদের ঘটনাগুলোর মাঝে রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষা।' [সুরা ইউসুফ, আয়াত : ১১১]

প্রথম আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবি রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, 'কুরআন কারিমে বর্ণিত ঘটনাগুলো সুন্দর হওয়ার কারণ হলো, এগুলো মানুষকে সৌভাগ্যের পথে পরিচালিত করে।' [১]

একটি হাদিসে বর্ণিত আছে, নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে হজরত সাহাবায়ে কেরাম গল্প শোনার আবেদনের প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তাআলা সুরা ইউসুফ অবতীর্ণ করেছেন।[২] যা প্রমাণ করে, শিক্ষণীয় গল্প শোনা এবং গল্পের প্রতি আগ্রহ থাকা মন্দ নয়।

আমাদের বর্তমান, নিকট অতীত এবং দূর-অতীতের সকল পূর্বসূরি বিষয়টির গুরুত্ব খুব ভালোভাবে অনুধাবন করেছেন। ফলে তাদের হাতে বহু ইতিহাস ও গল্পের কিতাব রচিত হয়েছে। আমাদের নিকট-আকাবিরের মাঝে হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলি থানবি, কারি তৈয়্যব সাহেব এবং জীবন্ত কিংবদন্তি শাইখুল ইসলাম তাকি উসমানি যার উৎকৃষ্ট উপমা।

এই ধারাবাহিকতায় আরব আলেমদের মাঝে প্রখ্যাত আলোচক এবং বিশ্বখ্যাত লেখক ড. শাইখ আবদুর রহমান আরিফি অন্যতম। কুরআন সুন্নাহকে মেনে চলার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করার জন্য '*কিসাসুল আরিফি*' নামে অতীত ও বর্তমান যুগের শতাধিক গল্পের একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন। লেখক তার গল্পের মাধ্যমে কোথাও নেককাজের জ্যোতির্ময়তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, কোথাও চেষ্টা করেছেন পাপকাজের কদর্যতা বর্ণনা করার। কোথাও তুলে ধরেছেন কল্যাণময় কাজের পুরস্কারের কথা, কোথাও বদ-কাজের শাস্তির কথা। কোথাও তুলে ধরেছেন ধোঁকা ও প্রতারণার উচিত শিক্ষা, কোথাও চেষ্টা করেছেন ইনসাফের যথাযোগ্য প্রাপ্তির। এভাবে আমাদের জীবনে ঘটমান প্রায় প্রতিটি বিষয়ের ফল ও প্রতিফল তিনি গল্পের মাধ্যমে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গল্পগুলো শুধু গল্পই নয়, বরং সেগুলোর কোনোটি হাদিস, কোনোটি ইতিহাস এবং কোনোটি কুরআন কারিমের বর্ণনা। পাঠক-মাত্রই কিতাবটি পড়ে আপ্লুত হবেন এটাই স্বাভাবিক।

---

[১] তাফসির কুরতুবি : ৯/১২০

[২] মুস্তাদরাক হাকেম : ৭/৪৫৯

কিতাব এবং বিষয়বস্তুর উপকার ও অপরিহার্যতা উপলব্ধি করে *মুহাম্মদ পাবলিকেশন*-এর স্বত্বাধিকারী মুহাম্মদ আবদুল্লাহ খান কিতাবটি অনুবাদ করার জন্য আমাকে প্রস্তাব করেন। তার আগ্রহ ও কিতাবের বিষয়বস্তু বিবেচনায় আমি 'বিসমিল্লাহ' বলে এর অনুবাদের কাজ আরম্ভ করি। আল্লাহর অশেষ রহমতে খুব অল্প সময়েই অনুবাদের কাজটি শেষ হয়ে *আমাদের সোনালি অতীত* নামে প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এখন আল্লাহর রহমতে *গল্পগুলো হৃদয়ছোঁয়া* নামে দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো।

বইটির ভাষা-উপস্থাপনা সুন্দর ও সাবলীল করতে জাবির মুহাম্মদ হাবীব আমাকে চিরঋণী করে রেখেছেন। এ কাজে *হাফিজুর রহমানের* সহযোগিতাও ভুলবার নয়। বানান সমন্বয়ের কঠিন কাজটুকু তিনিই করেছেন।

বইটি এ পর্যায়ে নিয়ে আসতে অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশকসহ যে যেভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ সকলের মেহনত কবুল করুন। আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন।

—আবদুন নুর সিরাজি

শিক্ষক, ফুলবাড়ি মাদরাসা, বগুড়া

১০. ০৯. ২০১৯

সূচিপত্র

আবু বকরের ইমানি স্পৃহা	১৫
মারসাদের ঈর্ষণীয় আমল	২০
কুরআনের আয়াতের অবাক প্রতিক্রিয়া	২২
আবু বকরের গোপন আমল	২৩
উমরের গোপন আমল	২৪
যোগ্য উত্তরসূরি	২৬
সৌভাগ্যবানদের জীবন	২৮
বিপদের সাথি আল্লাহ	৩০
সালাফদের নামাজরত অবস্থা	৩২
মায়েজ আসলামির তাওবা	৩৩
বিদায় হিরো	৩৬
আকাশের সংবর্ধনা	৪৫
আমাদের বেঁচে থেকে কী লাভ?	৪৭
সুমাইয়্যা বিনতে খাইয়্যাত ইসলামের প্রথম নারী শহিদ	৪৯
উম্মে শারিক গাজিয়া আনসারি	৫১
সত্যিকারের হিরো	৫৩
নবিজিকে গালিদাতার পরিণাম	৫৭
আমাকে ক্ষমা করবেন	৬২
এক অসহায় পিতার ইতিহাস	৭০
৩০ জন প্রবাসী	৭৩
হিসাব কেবল শেষ হলো	৭৬
জান্নাতের পথে বাধা	৭৬
গনিমত চুরির পরিণাম	৭৭
আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দনকারী যুবক	৭৮
আবু তালিবের সাহসী সিদ্ধান্ত	৮৩

পরিখার ঘটনা	৮৭
আবু আহমদ বিন জাহাশ	৯২
আইয়্যাশ বিন আবি রবিয়া	৯৩
অটল ইমান	৯৬
আবদুল্লাহ বিন সালাম	৯৮
দাম্পত্য-সুখ	১০১
স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার	১০৩
পরিবার সম্পর্কে পুরুষ জিজ্ঞাসিত হবে	১০৭
হালাল খাবারের আগ্রহ	১১১
সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ	১১৩
শৈশবে দীক্ষায় শৈথিল্যের পরিণতি	১১৬
মা ভালো তো সন্তান ভালো	১১৯
সুখ পালটে দেয় স্বভাব	১২২
অতীত ও বর্তমান সন্ত্রাস	১২৪
নবি-পরিবারের ভালোবাসা	১৩৭
দ্রুত তার কাছে এলাম	১৪১
খালিদের ইসলাম গ্রহণ	১৫০
আমর বিন আসের ইসলাম গ্রহণ	১৫৫

আবু বকরের ইমানি স্পৃহা

একবার উঁচু উঁচু পাহাড় ও মজবুত উপত্যকাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখি; তাকিয়ে দেখি নবিজির হাতে গড়া প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের দিকে; আবু বকরের দিকে। একবার চিন্তা করি মানুষকে আল্লাহর পথে দাওয়াতে তাদের আন্তরিক স্পৃহার ব্যাপারে; কী বিস্ময়করভাবে দ্বীনের ওপর অবিচল ছিলেন তারা!

ইতিহাসবিদ ইবনু সাআদ *তাবাকাতে ইবনু সাআদ*-এ উল্লেখ করেছেন, আর তাবারানি উল্লেখ করেছেন *আর-রিয়াজুন্নাজিরাহ*-য়—

নবুয়তের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ার প্রথম দিকে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় গোপনে ইসলামের দাওয়াত দিতেন। মুসলিমরাও তাদের দ্বীন গোপন রাখতেন। যখন মুসলিমদের সংখ্যা ৩৮ জনে পৌঁছল, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রকাশ্যে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার প্রতি উৎসাহিত করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আবু বকর, আমরা তো সংখ্যায় খুব কম।'

প্রকাশ্যে দাওয়াতের কাজ পরিচালনার ব্যাপারে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বিভিন্নভাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছিলেন। এ-বিষয়েই আলাপ করতে করতে তারা কাবাচত্বরের দিকে পা বাড়ালেন। সাহাবায়ে কেরামও পিছে পিছে গিয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে পড়লেন। আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উপস্থিত সকলের প্রতি দাওয়াত প্রদানের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ালেন। কাবাচত্বরে এই প্রথম কেউ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াতের জন্য দাঁড়াল। সবার

মনোযোগ আকর্ষণ করলেন আবু বকর। কেননা, নবীজি ব্যতীত আল্লাহর পথে প্রকাশ্য আহ্বানকারী হিসেবে তিনিই ইসলামে ইতিহাসের প্রথম আহ্বানকারী।

মুশরিকরা যখন দেখল, আবু বকর মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে কথা বলছেন, তাদের প্রভুর সমালোচনা করছেন, তাদের দ্বীনের তুচ্ছতা প্রকাশ করছেন, তারা এটা সহ্য করতে পারল না। তখন আবু বকরসহ অন্যান্য মুসলিমের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা চত্বরে অবস্থানরত সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে বেদম প্রহার করতে লাগল। তারপরও আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু উচ্চস্বরে দ্বীনের দাওয়াত দিতে থাকলেন।

মুশরিকরা খেয়াল করল, আবু বকর এরপরও থামেননি, বরং আরও উচ্চস্বরে দাওয়াত দিচ্ছেন, তখন একদল মুশরিক গিয়ে আবু বকরকে ঘিরে ধরে প্রহার করতে লাগল। মধ্যবয়সী আবু বকর বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারলেন না, মার খেতে খেতে একসময় জমিনে পড়ে গেলেন।

এরপর ফাসেক উতবা বিন রবিয়া আবু বকরের দিকে এগিয়ে এলো। এসে আবু বকরের পেট ও বুকের ওপর দাঁড়িয়ে তাকে পিষতে লাগল, পায়ে থাকা চামড়ার জুতা দিয়ে আঘাত করতে থাকল। এমনকি চামড়ার সেই শক্ত জুতা দিয়ে সিদ্দিকে আকবারের চেহারাতেও আঘাত করতে লাগল। আঘাতের তীব্রতায় জুতার সাথে চেহারার মাংস উঠে এলো, রক্ত প্রবাহিত হতে লাগল। যে কারণে তার চেহারা আর নাক কোথায়—বোঝা যাচ্ছিল না। আবু বকর অত্যাচারের মুখে একসময় অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ সময় বনু তামিম গোত্রের লোকেরা এগিয়ে এসে কাফেরদের প্রতিরোধ করল। কাপড়ে করে উঠিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। তারা প্রায় নিশ্চিত যে, আবু বকর মারা গেছেন। তার পিতা ও কওমের লোকজন শিয়রে বসে কথা বলানোর চেষ্টা করতে লাগল; কিন্তু তিনি কোনো সাড়া দিচ্ছিলেন না।

এভাবে সারা দিন কেটে গেল। শেষ বিকেলের দিকে জ্ঞান ফিরে পেলেন আবু বকর। জ্ঞান ফেরার পর চোখ খুলে প্রথমেই যে-কথাটি তার মুখে উচ্চারিত হয়েছিল, তা ছিল—'রাসুলুল্লাহ কেমন আছেন?'

আবু বকরের এমন আচরণে তার পিতা ক্ষুব্ধ হয়ে তার গালিগালাজ করতে করতে সেখান থেকে বের হয়ে গেলেন। আবু বকরের মা এসে শিয়রে বসলেন। প্রিয় পুত্রকে কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলেন। পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন কিছু খাওয়ার জন্য; কিন্তু আবু বকর এই বলে খাবার মুখে দেওয়ায় মাকে বাধা দিচ্ছিলেন, 'রাসুলের কী অবস্থা?'

মা বললেন, 'আল্লাহর কসম, আমি তোমার সাথির সংবাদ জানি না।'

আবু বকর মাকে বললেন, 'তুমি উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।' উম্মে জামিল ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তা গোপন রেখেছিলেন।

আবু বকরের মা উম্মে জামিলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমার ছেলে আবু বকর তোমার কাছে মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ সম্পর্কে জানতে চেয়েছে।' উম্মে জামিল বললেন, 'আমি আবু বকরকে চিনি না, মুহাম্মদকেও চিনি না। তবে আপনি চাইলে আপনার সঙ্গে আপনার পুত্রের কাছে যেতে পারি।'

মা বললেন, 'ঠিক আছে, চলুন।' সুতরাং উম্মে জামিল আবু বকরের মায়ের সঙ্গে রওয়ানা হলেন। আবু বকরের কাছে গিয়ে দেখলেন তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। চেহারা বীভৎস আকার ধারণ করেছে। তখনো শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এমন দৃশ্য দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, 'আল্লাহর কসম, নিশ্চয় ফাসেক ও কাফেররাই আপনার এই অবস্থা করেছে। আমি আশা করছি, আল্লাহ তাআলা আপনার পক্ষ থেকে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করবেন।' আবু বকর তার দিকে তাকালেন এবং অনেক কষ্ট করে জিজ্ঞেস করলেন, 'উম্মে জামিল, আল্লাহর রাসুল কেমন আছেন?'

উম্মে জামিল বললেন, 'আপনার মা শুনছেন।'

: তিনি কোনো সমস্যার কারণ নন।

: তিনি নিরাপদ ও সুস্থ আছেন।

: তিনি কোথায় আছেন?

: আবুল আরকামের বাড়িতে।

এবার আবু বকরের মা বললেন, 'তোমার সাথির সংবাদ তো পেয়েছ, এখন তো কিছু খেয়ে নাও।'

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'আমি রাসুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে দেখার আগ পর্যন্ত কোনো খাবার ও পানির স্বাদ গ্রহণ করব না।'

উম্মে জামিল ও তার মা তাকে শান্তনা দিতে থাকলেন। একসময় যখন রাতের আঁধার পৃথিবী আচ্ছন্ন করে ফেলল, মানুষের চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেল, তখন আবু বকর ওঠার চেষ্টা করলেন; কিন্তু পারলেন না। অগত্যা উম্মে জামিল ও মায়ের কাঁধে ভর করে বাড়ি থেকে বের হলেন। তারা দুজন আবু বকরকে নিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে গেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরকে দেখামাত্রই তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন, সাহাবায়ে কেরামও আবু বকরের কপালে ও মাথায় চুমু খেলেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের এই অবস্থার জন্য অন্তরে প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন এবং তার প্রতি সমবেদনা জানালেন।

আবু বকর বললেন, 'আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কুরবান হোক, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কিছুই হয়নি, কাফেররা কেবল আমার চেহারাই বিকৃত করেছে।' তারপর বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, এই হলেন আমার মা, নিজ সন্তানের জন্য যিনি পুরোপুরি ফিদা। আপনি বরকতময় আল্লাহর নবী, আপনি তাকে আল্লাহ তাআলার পথে দাওয়াত দেন, আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য দোয়া করেন। হয়তো আপনার দোয়ার ওয়াসিলায় আল্লাহ তাআলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের মাকে আল্লাহর দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দিলেন এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য দোয়া করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দোয়ার বরকতে আলহামদু লিল্লাহ, তিনি ইসলাম কবুল করলেন।

আবু বকর সিদ্দিকের এই তামান্না ও প্রচেষ্টার প্রথম প্রতিদান হলো, আল্লাহ তাআলা আজীবন তাকে ইসলামের ওপর সুদৃঢ় রেখেছেন, তাঁরই রাস্তায় আবু বকরকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও সরল পথে পথচলায় তাকে অবিচল রেখেছেন।

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মারা গেলেন, কিছু কিছু মানুষ তার মৃত্যু নিয়ে সন্দেহ করতে লাগল যে, সত্যিই কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইন্তিকাল করেছেন? উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তো তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ঘোষণা করলেন, 'যে বলবে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন, তাকে হত্যা করে ফেলব।' এই সঙ্গিন মুহূর্তে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মিম্বারে আরোহণ করলেন এবং গম্ভীর ও ভারাক্রান্ত গলায় বলে উঠলেন, 'যে লোক মুহাম্মদের ইবাদত করত, সে যেন জেনে রাখে—মুহাম্মদ মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করত, সে যেন বিশ্বাস করে—আল্লাহ তাআলা চিরঞ্জীব, তার কোনো মৃত্যু নেই।'

রাসুলের ইনতেকালের পর মক্কার আশপাশের কিছু লোক মুরতাদ হয়ে গেল, তারা আবারও সেই কুফরের দলভুক্ত হয়ে গেল। নতুন করে তারা ইসলামের বিপক্ষশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হলো। এসময় আবু বকর সিদ্দিক মাথা উঁচু করে তাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং ইসলামের শক্তি ফিরিয়ে আনলেন।

আবু বকর ইসলামের এমন একজন একনিষ্ঠ মুখলিস দায়ি ছিলেন যে, নবীজির নবুয়তপ্রাপ্তির প্রাক্কালে যখন ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে সবচে বেশি সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল, তখন আবু বকরের দাওয়াতের ফলেই ৩০ জনের অধিক

সাহাবি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন শীর্ষস্থানীয় সাহাবির মধ্যেও রয়েছেন যার শীর্ষ ছয়জন।

আবু বকর এমনিতেই ছিলেন নিষ্কলুস চরিত্রের। রাসুলের সাহচর্যাভে হয়ে উঠেছিলেন আরও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। কেননা, ভালো মানুষের সাহচর্য মানুষকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করে। তাই, এ সময়ে তরুণ-তরুণী ও যুবক-যুবতীসহ সকল মুসলিমের করণীয় হলো—যখনই কারও জৈবিক চাহিদা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে, কিংবা অন্তরে পাষণ্ডতা অনুভব করবে, অথবা ইবাদতে অলসতা বা হারাম কাজের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, সঙ্গে সঙ্গে কোনো হিতৈষী, বিশ্বস্ত, যোগ্য ও নেককার মুসলিমের কাছে গিয়ে তার সমস্যাগুলো খুলে বলবে। তাহলে এই সমস্যাগুলোর সমাধান খুব সহজেই পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

মারসাদের ঈর্ষণীয় আমল

আমাদের পূর্বসূরিরা কারও সাথে দেখা হলে একে অপরকে বলতেন, 'আসেন, কিছুক্ষণ ইমানের চর্চা করি।'

ইমাম তিরমিজি ও ইমাম নাসায়ি সহিহ সনদে বর্ণনা করেছেন, মারসাদ বিন আবু মারসাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু গোপনে মদিনা থেকে বের হয়ে মক্কায় যেতেন। যেসব বাড়িতে মুসলিমরা বন্দি হয়ে আছেন তাদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করতেন এবং মদিনায় নিয়ে আসতেন।

এভাবে একরাতে তিনি মক্কায় গেলেন এবং কোনো এক বন্দির সঙ্গে নির্ধারিত স্থানে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি সেদিকেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পথে মক্কার এক পতিতা নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো, যার নাম ছিল ইনাক। জাহেলি যুগে দুজনের মাঝে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল। তাকে দেখামাত্রই মারসাদ দেওয়ালের আড়ালে লুকিয়ে পড়লেন; কিন্তু পতিতাও তাকে দেখতে পেয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল; এবং কাছে গিয়ে তাকে দেখেই চিনে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি মারসাদ না?'

: হ্যাঁ, আমি মারসাদ।

: তোমাকে স্বাগত। আজ রাতে আমার কাছেই থাকবে।

: ইনাক, আল্লাহ তাআলা ব্যভিচার হারাম করেছেন।

: তুমি আমাকে ব্যবহার করবে, নাকি আমি তোমাকে বাধ্য করব?

: কোনোটিই না।

পতিতা চিৎকার করে ডাকতে আরম্ভ করল, 'ওহে তাঁবুবাসী, এই যে, এই লোকটি তোমাদের বন্দিদের নিয়ে যেতে এসেছে।'

মারসাদ ভয়ে পালাতে লাগলেন। আটজন কাফের তার পিছু ধাওয়া করল। তিনি একটি বাগানে ঢুকে একটি গর্তের ভেতর আত্মগোপন করলেন। মারসাদের পিছু পিছু ধাওয়াকারীরাও প্রবেশ করল; কিন্তু আল্লাহ তাআলা মারসাদের ওপর থেকে তাদের চোখগুলো ফিরিয়ে রাখলেন। ফলে তারা মারসাদকে না পেয়ে নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল।

মারসাদ কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করে বের হলেন এবং প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই সাথির কাছে গেলেন—যাকে মুক্ত করে মদিনায় নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। সেখানে গিয়ে তাকে সওয়ারিতে উঠিয়ে নিয়ে মক্কা থেকে বের হলেন। তারপর শরীরের বাঁধন খুলে দুজনই মদিনায় চলে এলেন।

হ্যাঁ, তারা মদিনায় ফিরে গেলেন; কিন্তু খুব করে ইনাকের কথা স্মরণ হতে লাগল মারসাদের। অনেক দিন পর আচানক দেখা হওয়ায় ইনাকের বিরহ তিনি সহ্য করতে পারছিলেন না। বাধ্য হয়ে নবিজির কাছে গেলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, ইনাকের সঙ্গে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন, আমি তাকে বিয়ে করতে চাই।'

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিষয়টি পাশ কাটিয়ে গেলেন; কিন্তু তিনি আবারও বললেন, 'আমি ইনাককে বিয়ে করতে চাই।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চুপ থাকলেন। ইতিমধ্যেই আল্লাহ তাআলা আয়াত অবতীর্ণ করলেন—

اَلزَّانِيْ لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً ۫ وَّ الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَآ اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ .

'ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারী নারীকে কেবল ব্যভিচারী মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে আর এদেরকে মুমিনদের জন্যে হারাম করা হয়েছে।' [সুরা নুর, আয়াত : ৩]

অতঃপর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারসাদকে ডেকে বললেন, 'মারসাদ, ব্যভিচারী পুরুষ কেবল ব্যভিচারী নারী অথবা মুশরিক নারীকেই বিয়ে করে এবং ব্যভিচারী নারীকে কেবল ব্যভিচারী মুশরিক পুরুষই বিয়ে করে; অতএব, তুমি তাকে বিয়ে কোরো না।'

মারসাদ নবিজির কথা মেনে নিলেন। ফলে আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রাজি হয়ে গেলেন। মারসাদের মনে তিনি এই চিন্তা ঢেলে দিলেন যে, কীভাবে এবং কোন ভালো কাজের মাধ্যমে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন থেকে আগের বিষয়টি দূর করা যায়। এভাবে চিন্তা করতে করতে তার হৃদয় থেকে শয়তানের কুমন্ত্রণা দূর হয়ে গেল।[১]

---

[১] *আস-সুনানুল কুবরা লিলবাইহাকি* : ৭/১৫৩।

কুরআনের আয়াতের অবাক প্রতিক্রিয়া

কুরআনে কারিমের এমন অসংখ্য ঘটনা আছে, যেগুলো জানলে বা শুনলে অন্তরে প্রশান্তির বাতাস বয়ে যায়। এমনই একটি ঘটনা জানা যাক—

হুলিয়া গ্রন্থে আবু নুয়াইম আমর বিন মাইমুন বিন মিহরান থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, বৃদ্ধ বয়সে আমার পিতা দৃষ্টিশক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। সেসময়ের কথা, একদিন পিতা আমাকে ডেকে বললেন, 'আমাকে হাসান বসরির কাছে নিয়ে চলো। আমার জানা ছিল না, কেন সেখানে যেতে চাচ্ছেন তিনি। তার কথামতো আমি তাকে নিয়ে হাসান বসরির বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে তিনি হাসান বসরির সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তাকে বললেন, 'আবু সাইদ, আমি হৃদয়ে নোংরামি অনুভব করছি, আমাকে মুক্ত করো।' হাসান বসরি তখন এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন—

أَفَرَءَيْتَ إِنْ مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُوا۟ يُوعَدُونَ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يُمَتَّعُونَ .

'আপনি ভেবে দেখেন তো, যদি আমি তাদের বছরের পর বছর ভোগবিলাস করতে দিই, অতঃপর প্রতিশ্রুত ওয়াদা তাদের কাছে এসে পড়ে, তখন তাদের ভোগবিলাস তাদের কী উপকারে আসবে?' [সুরা শুআরা : ২০৭]

আয়াতটি শুনেই আমার পিতা কাঁদতে কাঁদতে পড়ে গেলেন এবং জবাইকৃত বকরির মতো জমিনে পা আছড়াতে লাগলেন।

হাসান বসরিও তার সঙ্গে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ইতিমধ্যেই দাসী এসে বলল, 'আপনারা শাইখকে ক্লান্ত করে ফেলেছেন, দ্রুত চলে যান এখান থেকে।'

আমি আমার পিতার হাত ধরে তাকে নিয়ে বের হয়ে এলাম। রাস্তায় আসার পর বাবা আমার বুকে থাবা দিয়ে বললেন, 'বেটা, তিনি আমার সামনে যেই আয়াত পড়েছেন, যদি তুমি বুঝতে, তোমার হৃদয়েও ক্ষত সৃষ্টি হতো!'

আবু বকরের গোপন আমল

একবার ফারুকে আজম উমর ইবনুল খাত্তাব খেয়াল করলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু ফজরের নামাজ শেষ করেই কেন যেন জঙ্গলের দিকে যান। তারপর বেশ কিছু সময় সেখানে অবস্থান করে তারপর মদিনার দিকে ফেরেন। সিদ্দিকে আকবারের এমন আগমন-প্রস্থানে ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু আনহু বিস্মিত হলেন। তাই জঙ্গলে যাওয়ার এই রহস্য সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য একদিন ফজরের পর গোপনে তার পিছু নিলেন।

উমর ইনুল খাত্তাবের জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিল চরম এক বিস্ময়। আবু বকরের পিছু পিছু গিয়ে তিনি দেখলেন, আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে থাকা একটি পুরাতন একটি তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়েছেন। উমরও কাছেই একটি পাথরের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সালাম দিয়ে সিদ্দিকে আকবার তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলেন। তারপর বেশ কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন।

আবু বকরের চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন উমর। তিনি চলে গেলে পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন। তারপর তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলেন। দেখলেন, সেখানে একজন অন্ধ, দুর্বল বৃদ্ধা রয়েছে। সঙ্গে ছোট একজন মেয়ে। উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আগন্তুককে চেনো?' সে বলল, 'তাকে চিনি না, তবে তিনি একজন মুসলিম। বেশ অনেক দিন হলো—প্রতিদিন সকালে তিনি এখানে আসেন।' উমর জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি এখানে এসে কী করেন?' বৃদ্ধা জবাব দিলেন, 'আমাদের ঘর ঝাড়ু দেন, আটার খামিরা করে দেন এবং আমাদের বকরির দুধ দোহন করে দিয়ে চলে যান।'

এরপর উমর সেখান থেকে বের হলেন এবং বিস্মিত ও ঈর্ষাণিত হয়ে বলতে থাকলেন, 'আবু বকর, তুমি তো তোমার পরবর্তী খলিফাদের ক্লান্ত করে ফেলছ, তুমি তো তোমার পরবর্তী খলিফাদের ক্লান্ত করে ফেলছ!'[২]

---

[২] *মিনহাজুস-সুন্নাহ*: ৬/৩৩; *আল-ইস্তিজকার*: ৩/২৪৮।

উমরের গোপন আমল

সাহাবায়ে কিরামের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল, তারা নিজেদের আমলের অগ্রগতি নিয়ে প্রতিযোগিতা করতেন। আমলে একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করতেন। ফলে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু ইবাদত-বন্দেগি ও নিষ্ঠা-নৈতিকতায় প্রথম খলিফা আবু বকরের চেয়ে খুব পিছপা ছিলেন না। উমর ইবনুল খাত্তাব তার খেলাফতকালে শহরের ভেতরে এবং আশেপাশে নিজে হেঁটে হেঁটে জনগণ ও সমাজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতেন।

একবারের ঘটনা। তিনি মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকার দিকে গেলেন। পথিমধ্যে দেখলেন, রাস্তার পাশে একটি জীর্ণ তাঁবুর মুখে বসে আছে, বসে থাকলেও তার ভেতরের অস্থিরতা বাইরে প্রকাশ পাচ্ছে। হজরত উমর তার কাছে এগিয়ে গেলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কে তুমি?' জবাবে লোকটি বলল, 'বেদুইন, গ্রাম্যলোক। আমিরুল মুমিনিনের কাছে এসেছি, নিজের পরিবারের জন্য সামান্য কিছু পাওয়ার আশায়।'

হজরত উমর খেয়াল করলেন, তাঁবুর ভেতর থেকে কোনো নারীর কোঁকানোর আওয়াজ আসছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ভেতরে কার কী হয়েছে? এমন আওয়াজ আসছে কেন?'

লোকটি বলল, 'তোমার প্রয়োজনে তুমি যাও!'

উমর বললেন, 'এটাই আমার প্রয়োজন।'

লোকটি বলল, 'ভেতরে আমার স্ত্রী, সে প্রসবব্যথায় কাতরাচ্ছে। আমার কাছে কোনো অর্থও নেই, খাবারও নেই, সাহায্য করার মতো কোনো লোকও নেই।'

উমর তৎক্ষণাৎ খুব দ্রুত বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। বাড়ি গিয়ে স্ত্রী উম্মে কুলসুম বিনতে আলিকে বললেন, 'তোমার কি কোনো কল্যাণের প্রয়োজন আছে? আল্লাহ তাআলা তোমাকে তা দান করবেন।'

স্ত্রী বললেন, 'কী সেটা?'

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে পথের লোকটি ও তার স্ত্রীর কথা বললেন। এরপর তিনি দ্রুত স্ত্রী, খাবারের থলে, পাতিল ও খড়ি নিয়ে লোকটির কাছে গেলেন।

উমরের স্ত্রী তাঁবুর ভেতর প্রবেশ করলেন আর তিনি লোকটির কাছে বসে আগুন জ্বালিয়ে লাকড়িতে ফুঁক দিতে লাগলেন। তাদের জন্য খাবার তৈরি করতে লাগলেন। আগুনের ধোঁয়া উমরের দাড়ির ফাঁক দিয়ে বের হচ্ছিল। আর লোকটি বসে বসে তা দেখছিল।

ইতিমধ্যেই উমরের স্ত্রী ভেতর থেকে ডেকে বললেন, 'আমিরুল মুমিনিন, আপনার সাথিকে পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দেন।'

লোকটি আমিরুল মুমিনিন সম্বোধন শুনে আঁতকে উঠল এবং বলল, 'আপনিই কি উমর ইবনুল খাত্তাব?' উমর বললেন, 'হ্যাঁ।' লোকটি কেঁপে উঠল এবং তার সাথে রুঢ় আচরণের জন্য উমরের কাছে কাকুতিমিনতি করে ক্ষমা চাইতে লাগল। উমর তাকে বললেন, 'তুমি তোমার জায়গাতেই বসে থাকো।' তারপর উমর প্রস্তুতকৃত খাবারের পাত্র নিয়ে তাঁবুর কাছে গেলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'প্রসূতিকে তৃপ্তিসহ আহার করাও।'

সদ্য মা হওয়া বেদুইনপত্নী আস্তে আস্তে খাবার খেয়ে নিলেন। এরপর অবশিষ্ট খাবারটুকু তাঁবুর বাইরে পাঠিয়ে দিলেন। হজরত উমর খাবার নিয়ে গিয়ে লোকটির সামনে রাখলেন এবং বললেন, 'খাও। তুমি তো অনেক রাত জেগেছ।' তারপর স্ত্রীকে ডেকে নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন।

তারপর লোকটিকে বললেন, 'আগামীকাল আমার কাছে এসো, তোমার যা প্রয়োজন ব্যবস্থা করে দেবো।'[৩]

[৩] ইউসুফ বিন আবদুল হাদি আল-মুবাররাদ কৃত *আস-সওয়ারিম ফি ফাজাইজি আমিরিল মুমিনিনাল খাত্তাব*: ৩৯১। মুহাক্কিক ইবনুল জাওজি রহমাতুল্লাহি আলাইহি ঘটনাটি সমর্থন করেছেন—*মানাকিবে উমর আল-খাত্তাব*: ৮৫; *আত্তাবাকিয়াহ*: ১/৪২৭-৪২৮।

যোগ্য উত্তরসূরি

১.

লোকে বলে 'বাপ কা বেটা'। নবিজির নাতি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর ছেলে আলি ছিলেন আমাদের তেমনই এক পূর্বসূরি, যাকে নিয়ে গর্ব করা যায়, যাকে অনুসরণ ও অনুকরণ করা যায়। যার আদর্শ, যার শ্রম নিষ্ঠা আমাদের রাতের অন্ধকারে আলোর দিশা দেয়। তিনি রাতের বেলায় পিঠে রুটির বস্তা নিয়ে বের হতেন এবং সদকা করতেন আর বলতেন, 'নিশ্চয় গোপন সদকা আল্লাহর রাগ নির্বাপিত করে।'

তিনি মারা যাওয়ার পর তাকে গোসল করানোর সময় তার পিঠে কালো দাগ দেখা গেল। লোকেরা প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে বলল, 'এটা তো বোঝা বহন করার দাগ মনে হচ্ছে, কিন্তু তিনি বোঝা বহন করেন, এটা তো জানতাম না। আমরা তো তাকে কোনোদিন বোঝা বহন করতে দেখিওনি।'

তার মৃত্যুর পর মদিনার এমন ১০০ বাড়ির খাবার বন্ধ হয়ে গেল, যাদের কেউ ছিল বিধবা, কেউ ছিল এতিম। প্রতি রাতেই তাদের দরজায় খাবার চলে আসত; কিন্তু তারা জানত না—খাবার কোথা থেকে আসত। আলি বিন হুসাইনের মৃত্যুর পর যখন তাদের দরজায় খাবার আসা বন্ধ হয়ে গেল, বোঝা গেল, হ্যাঁ, এই লোকটিই বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাবার পৌঁছে দিতেন।

২.

গোপন আমলের এমন আরেক মানুষ ছিলেন আমাদের আরও একজন পূর্বসূরি। তিনি সুদীর্ঘ ২০ বছর টানা রোজা পালন করেছেন। একদিন রোজা রাখতেন, একদিন রোজা ছাড়তেন; কিন্তু তার পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত এই খবর জানত না।

বাজারে তার একটি দোকান ছিল। তিনি সকালবেলা দোকানে যেতেন, যাওয়ার সময় সকালের নাশতা ও দুপুরের খাবার সঙ্গে নিয়ে যেতেন। যেদিন রোজা রাখার পালা

থাকত সঙ্গে থাকা খাবার দান করে দিতেন আর যেদিন রোজার পালা থাকত না, সেদিন খাবার খেয়ে নিতেন। সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে পরিবারের সঙ্গে রাতের খাবার খেতেন। যে-কারণে পরিবারের কেউ তার রোজার বিষয়টি জানত না।

তারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর দাসত্বের অনুভূতি নিয়ে থাকতেন। তারা ছিলেন প্রকৃত মুত্তাকি, সত্যিকারের আল্লাহর ওলি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَ اَعْنَابًا ۝ وَّ كَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝ وَّ كَاْسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّ لَا كِذّٰبًا ۝ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا .

'পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সাফল্য, উদ্যান, আঙুর, সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী ও পূর্ণ পানপাত্র। তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না, এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান।' [সুরা নাবা : ৩১-৩৬]

সুতরাং সেই হৃদয়ের জন্য সুসংবাদ, যা আল্লাহর ভয়ে থাকে ভরপুর, আল্লাহর ভালোবাসায় থাকে টইটম্বুর। আল্লাহ তাআলার ইবাদত যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়, তাদের প্রতিটি নড়াচড়া হয় আল্লাহর ইবাদত।

সৌভাগ্যবানদের জীবন

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে সহিহুল বুখারি ও সহিহুল মুসলিমে একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। মদিনায় নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় একজন লোক ছিল। সে যখনই কোনো স্বপ্ন দেখত, এসে তা নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বর্ণনা করত। ইবনে উমর বলেন, তাই আমিও মনে মনে আশা করছিলাম, কখনো আমি কোনো স্বপ্ন দেখলে তা নবিজির কাছে বর্ণনা করব। তখন যুবক ছিলাম আমি। নবিজির জীবদ্দশায় মসজিদেই ঘুমানোর অভ্যাস ছিল আমার।

একদিন স্বপ্নে দেখলাম, দুজন ফেরেশতা আমাকে ধরলেন এবং আগুনের দিকে নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, সে আগুন কূপের মতো ভাঁজ ভাঁজ। তার দুটি শিং রয়েছে। সেখানে আমার পরিচিত কিছু লোকও রয়েছে। তখন আমি বলছিলাম, 'আল্লাহর কাছে আগুন থেকে আশ্রয় চাচ্ছি।' ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, ইতিমধ্যেই আরেকজন ফেরেশতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো। তিনি আমাকে বললেন, 'ভয় কোরো না।'

আমি হাফসা রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে স্বপ্নের কথাটি বললাম। তিনি তা নবিজির কাছে আলোচনা করলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন—

نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ .

> 'আবদুল্লাহ খুব ভালো মানুষ, যদি সে শেষরাতে নামাজ পড়ত, তাহলে আরও ভালো হতো।'

এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাতে খুব কম সময়ই ঘুমাতেন।[৪]

---

[৪] *সহিহুল বুখারি*: ৪/২৮০; *সহিহ মুসলিম*: ১২/২৬৪।

আবদুল্লাহ ইবনে উমরের গোলাম নাফে বলেন, 'আবদুল্লাহর বয়স বেড়ে গেলে শরীর দুর্বল হয়ে গেল। শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তিও লোপ পেয়ে গেল। নামাজের সময় তিনি প্রচণ্ড ঘুমের চাপ অনুভব করতেন। তাই যখন তিনি নামাজের ইচ্ছা করতেন, একটি পাত্রে পানি নিয়ে পাশে রেখে দিতেন এবং দু-রাকাআত করে নামাজ পড়তেন। যখনই ঘুমের চাপ অনুভব করতেন, সালাম ফিরিয়ে মুখমণ্ডল ধৌত করে আবার নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। যদি আবার ঘুম আসত দুই রাকাআত নামাজ পড়েই সালাম ফেরাতেন এবং মুখমণ্ডল ধৌত করে এসে আবার নামাজে দাঁড়াতেন। ফজরের ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত এভাবেই করতে থাকতেন।

কুরআনে কারিমে সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের গুণাবলি উল্লেখ করে বলা হয়েছে—

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ- وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ .

'তারা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করত।' [সুরা জারিয়াত, আয়াত : ১৭-১৮]

বিপদের সাথি আল্লাহ

হাফিজ ইবনে আসাকির রহমাতুল্লাহি আলাইহি তার বিখ্যাত কিতাব 'তারিখে' লিখেছেন, জনৈক দরিদ্র লোকের একটি খচ্চর ছিল। খচ্চর দিয়েই লোকটি দামেস্ক থেকে ভাড়ায় লোকেদের আনা-নেওয়া করত। লোকটি বর্ণনা করেছে, একবার আমার খচ্চরে এক লোক আরোহী হলো। তার সঙ্গে অচেনা এক পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে আমাকে বলল, 'এই পথে নয়; বরং ওই পথে চলুন, কাছে হবে।' আমি বললাম, 'আমি তো সেপথ চিনি না।' লোকটি বলল, 'আমি চিনি, এই পথটি খুব কাছে হবে।' তার কথামতো আমি সেই পথে চলতে আরম্ভ করলাম।

চলতে চলতে এমন এক জায়গায় পৌঁছলাম, যেই এলাকাটি খুব নিচু; বরং অনেক গভীর, সেখানে অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সে আমাকে বলল, 'খচ্চর থামাও, আমি নামব।' সে নেমেই শরীরের কাপড় গুছিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে থাকা ছুরি বের করে আমার দিকে তেড়ে এলো। আমি প্রাণবাঁচানোর জন্য দৌড়াতে লাগলাম। সেই লোকটি আমার পিছু পিছু ধাওয়া করল। আমি তার হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে ডাকতে লাগলাম এবং তাকে বললাম, 'তুমি খচ্চর ও সাথে থাকা যা কিছু আছে নিয়ে নাও।' সে আমাকে বলল, 'সেগুলো তো আমারই, আমি তোমাকেও হত্যা করব।'

আমি তাকে আল্লাহর ভয় ও তার আজাবের ভীতি প্রদর্শন করলাম; কিন্তু সেদিকে তার কোনো পরোয়া নেই। শেষ পর্যন্ত আমি তার সামনে আত্মসমর্পণ করলাম এবং বললাম, 'সুযোগ দিলে আমি দুই রাকাআত নামাজ আদায় করব।' সে বলল, 'দ্রুত পড়ে নাও।' আমি নামাজে দাঁড়ালাম; কিন্তু কুরআন কারিমের কোনো সুরা এমনকি একটি হরফও আমার মনে পড়ছিল না। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সে আমাকে বলছিল, দ্রুত নামাজ শেষ করো। তখন আল্লাহ তাআলা আমার জবানে এই আয়াত জারি করে দিলেন—

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْٓءَ .

'কে অসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন?'
[সূরা নমল : ৬২]

হঠাৎ আমি নিজেকে এক অশ্বারোহীর কাছে আবিষ্কার করলাম। ওই উপত্যকার সম্মুখ থেকে সে এগিয়ে এলো, তার হাতে তির ও ধনুক ছিল। সে এই লোকটির দিকে তির নিক্ষেপ করল। তির লক্ষ্য ভেদ করে তার কলিজায় গিয়ে লাগল। সে ধরাশায়ী হলো। আমি অশ্বারোহীর কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আপনি?' সে বলল, 'আমি ওই সত্তার দূত—যিনি বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির আহ্বানে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করে দেন।' লোকটি বলল, 'আমি খচ্চর ও মালামাল নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলাম।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোনো বিষয়ে ঝামেলায় পড়তেন ও আতঙ্কিত হতেন, সঙ্গে সঙ্গে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন এবং বলতেন—

يَا بِلَالُ أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ

বিলাল, আমাকে নামাজ দ্বারা[৫] প্রশান্তি দাও।[৬]

কখনো বলতেন—

جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

নামাজের মাঝেই রয়েছে আমার চোখের শীতলতা।[৭]

[৫] কেননা, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু ছিলেন নবিজির মুআজ্জিন। তিনি আজান দেওয়ার পরই নবিজি নামাজ পড়তেন।
[৬] *মুসনাদে আহমদ*: ৪৭/৬২।
[৭] *আল-মুজামুল কাবির লিত্তাবরানি*: ১৫/৩৫৪।

সালাফদের নামাজরত অবস্থা

আবু সালেহ তার মামা মালেক বিন দিনারের গল্প শুনিয়েছেন, তিনি বলেছেন, আমার মামার অবস্থা এমন ছিল যে, রাত এলেই কামরায় ঢুকে তিনি ভেতর থেকে তালা লাগিয়ে দিতেন। ফজরের আজানের আগে আর তালা খুলতেন না। আমার জানার কৌতূহল জাগল—মামা এই কামরায় সারা রাত কী করেন?

ব্যাপারটি জানার জন্য একদিন আমি আগে থেকেই ঘরে ঢুকে এক কোণে লুকিয়ে থাকলাম। রাতে মামা কামরায় ঢুকে তালা লাগিয়ে দিলেন। ভেতরে কেউ আছে কি না, সে খেয়াল তিনি করলেন না। ফলে আমাকে দেখতেও পেলেন না। আমি উদগ্রীব হয়ে রইলাম, দেখি, তিনি কী করেন।

দেখলাম, ভেতরে ঢুকেই তিনি জায়নামাজ বিছিয়ে নিলেন। নামাজের তাকবির বলার জন্য হাত উঠিয়েই কাঁদতে লাগলেন। সে কান্না চলল দীর্ঘক্ষণ। কান্না বন্ধ হলে আবার যখন নামাজের তাকবির বলার জন্য হাত উঠালেন, কাঁদতে শুরু করলেন। সে কান্না চলল দীর্ঘক্ষণ। আল্লাহর কসম, সারাটা রাত তার এভাবে কাঁদতে কাঁদতেই কেটে গেল, নামাজের তাকবির বলার সুযোগটুকু তার হলো না। একসময় ফজরের আজান হয়ে গেল।

যখন ফজরের আজান শুনলেন, নিজের দাড়ি ধরে টানাটানি করতে লাগলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহ, যখন তুমি আগের-পরের সকল মানুষকে একত্র করবে, এই বৃদ্ধের জন্য জাহান্নামের আগুনকে হারাম করে দেবে।'

২.

আবু সালমান দারানি রহ. বলেন, 'এক রাতের কথা। নামাজ পড়তে পড়তে সিজদার মধ্যেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ স্বপ্নে নিজেকে হুরদের সঙ্গে দেখতে পেলাম। তারা আমাকে লাথি মেরে বলল, 'ওহে প্রিয়, তোমার চোখে ঘুম আসছে, আর মহান মালিক জেগে থেকে দেখছেন যে, কে তার জন্য কষ্ট করে রাত্রি জাগরণ করছে। আর এদিকে আমি ৫০০ বছর যাবৎ তোমার জন্য পর্দাবৃত হয়ে আছি।'

মায়েজ আসলামির তাওবা

এবারের ঘটনাটি বিশিষ্ট সাহাবি মায়েজ বিন মালেক আসলামি রাদিয়াল্লাহু আনহুর তাওবার ঘটনা। যা *সহিহুল বুখারি*ও *সহিহুল মুসলিমের* একাধিক বর্ণনায় রয়েছে। আমি আপনাদের জন্য অনেকগুলো বর্ণনার সারাংশ তুলে ধরছি—

মায়েজ ছিলেন যুবক সাহাবি। হিজরতের পর মদিনায় গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিয়ে এক আনসারি সাহাবির দাসীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রতি প্ররোচিত করল। শয়তানি ইশারায় প্রতারিত হয়ে তিনি ওই দাসীর সঙ্গে একান্তে মিলিত হলেন। এখানে শয়তান ছিল তৃতীয় পক্ষ।

মায়েজ যখন ব্যভিচার থেকে অবসর হলেন, শয়তান পালিয়ে গেল। মায়েজ কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করতে শুরু করলেন। নিজেকে তিরস্কার করলেন, আল্লাহর আজাবকে ভয় করলেন, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল তার, নিজের ভুল তাকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করালো, গুনাহ তার হৃদয় জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিচ্ছিল।

বাধ্য হয়ে তিনি অন্তরের চিকিৎসকের নিকট এলেন এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে মনের কষ্ট প্রকাশ করে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, এই হতভাগা জিনা করেছে! আপনি তাকে পবিত্র করেন।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। মায়েজ সেদিকে গিয়ে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি জিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করেন।' নবিজি বললেন, 'তুমি ফিরে গিয়ে তাওবা করো এবং আল্লাহর দিকে রুজু হও।' তিনি অল্প দূরে গিয়ে অধৈর্য হয়ে আবার ফিরে এসে বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমি জিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করেন।' এবার নবিজি তাকে বললেন, 'তুমি কি জানো, জিনা কী?' এরপর তাকে সেখান থেকে বের করে দিলেন।

মায়েজ দ্বিতীয়বার নবিজির দরবারে এলেন এবং বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল, আমি জিনা করেছি, আমাকে পবিত্র করেন।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি জানো, জিনা কী?' তারপর আবারও তাকে ধমকিয়ে বের করে দিলেন।

এভাবে তৃতীয় ও চতুর্থবার তিনি নবিজির কাছে এলেন এবং পূর্বের মতোই জিনার স্বীকারোক্তি করলেন; বরং পূর্বের চেয়ে আরও বেশি পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মায়েজের কওমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়েজ পাগল কি না?' তারা বললেন, 'তার এমন কোনো অসুস্থতার কথা আমরা জানি না।' আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কি মদ পান করেছে?' একজন লোক মায়েজের কাছে গিয়ে তার মুখ হা করিয়ে ঘ্রাণ নিল; কিন্তু মদের কোনো গন্ধ পেল না।

নবিজি আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'মায়েজ, তুমি কি জানো, জিনা কী?' মায়েজ বললেন, 'হ্যাঁ, আমি জানি, আমি একজন নারীর সঙ্গে হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছি, যেমন কোনো পুরুষ তার হালাল স্ত্রীর সঙ্গে মিলন করে।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি একথার দ্বারা কী বোঝাতে চাচ্ছ?' মায়েজ বললেন, 'আমি চাচ্ছি, আপনি আমাকে পবিত্র করবেন।'

এবার নবিজি বললেন, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।' অতঃপর শরিয়তের বিধান মোতাবেক তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হলো। সুতরাং নবিজির নির্দেশ পালন করে তাকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হলো।

মায়েজের জানাজা পড়ে তাকে দাফন করার পর নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনতে পেলেন, দুজন লোক পরস্পরকে বলছে, 'এই লোকটার দিকে দেখো, আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রেখেছিলেন; কিন্তু সে-ই নিজেকে ছাড়ল না, শেষ পর্যন্ত প্রস্তরাঘাতে কুকুরের মতো মারা গেল।'

নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ চুপচাপ চলতে থাকলেন। চলতে চলতে মৃত এক গাধার লাশের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। লাশটি রোদের তাপে ফুলে ফেটে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল। দু-জন লোক সেটা নিয়ে যাচ্ছে ফেলে দেওয়ার জন্য। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, 'অমুক ও অমুক কোথায়?' তারা বললেন, 'আল্লাহর রাসুল, আমরা এই তো এখানে আছি।' নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে বললেন, 'তোমরা গিয়ে ওই পঁচা গাধার মাংস খাও!' তারা বললেন, 'আল্লাহর নবি, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করেন। এটা কি কেউ খেতে পারে?' এবার নবিজি বললেন, 'একটু পূর্বেই তোমরা তোমাদের ভাই (মায়েজের) যে সমালোচনা করলে, যা এই গাধার মাংস খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ। মায়েজ এমন তাওবা করেছে, যদি তার তাওবা সমস্ত উম্মাতের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তাহলে

সকলের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ওই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এখন সে জান্নাতের নহরে সাঁতার কাটছে।'

সুতরাং সুসংবাদ মায়েজ বিন মালেকের জন্য। হ্যাঁ, তিনি জিনা করেছিলেন, তার প্রতিপালকের সঙ্গে নাফরমানি করেছিলেন ঠিকই; কিন্তু যখন তিনি জিনা থেকে অবসর হয়েছেন, ব্যভিচারের স্বাদ দূর হয়ে গেছে, তখন কেবল পরিতাপই অবশিষ্ট থেকেছে। এরপর তিনি এমন তাওবা করেছেন যে, তার একার তাওবা বণ্টন করে দিলে গোটা উম্মাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে।[৮]

[৮] *সহিহুল বুখারি*: ২১/১৯; *সহিহ মুসলিম*: ১/৬৪; *মিশকাত*: ৩/৩১৫।

বিদায় হিরো

যে হিরোদের গল্প এখন জানবেন, তাদের প্রথমজন ছিল এক অপ্রাপ্তবয়স্ক কিশোর। তার বয়স তখন ১৫ বছরেরও কম। এক জালিম বাদশাহর রাজত্বকাল সে পার করছিল। বাদশাহ প্রভুত্বের দাবি করত। দরবারি কিছু জাদুকর ছিল, যারা তার এই ভ্রান্ত দাবি সুন্দর করে জনগণের সামনে উপস্থাপন করত। জাদুকরেরা জিনদের কাছ থেকে সাহায্য নিত এবং লোকজনকে তাদের বিভিন্ন গোপন ভেদ সম্পর্কে অগ্রিম অবহিত করত। বাদশাহর এমন কথাবার্তা শুনে লোকজন মনে করত, বাদশাহ অদৃশ্যের বিষয়গুলো জানে। যে-কারণে ফিতনাটি বিশালাকার ধারণ করল।

যখন জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেল, বাদশাকে বলল, 'আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, যেকোনো মুহূর্তে মৃত্যুর আশঙ্কা করছি। যদি হঠাৎ করে মারা যাই, তাহলে আমার এই ইলমও চলে যাবে। অতএব, আমাকে বুদ্ধিমান, মেধাবী ও বিচক্ষণ একজন ছেলের সন্ধান দেন, আমি তাকে জাদুবিদ্যা শিখিয়ে দেবো।' বাদশাহ লোকজনের মাঝে ঘোষণা করলে খোঁজাখুঁজি করে এমন এক ছেলেকে পেল, যে ছিল একাধারে মেধাবী, বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও দুঃসাহসী। বাদশাহ তাকে জাদুকরের কাছে পাঠিয়ে দিল।

ছেলেটি সকালে জাদুকরের কাছে গিয়ে তার কাছ থেকে জাদু শিখত এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরত। এভাবে কিছুদিন চলল। একদিন ছেলেটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ একজন পাদরিকে নামাজরত অবস্থায় দেখতে পেল। পাদরি ইবাদত করছে, রুকু-সিজদা করছে, ছেলেটি সেখানে বসল। পাদরির কথা ও তার ইঞ্জিলের তেলাওয়াত শুনে খুব ভালো লাগল। ছেলেটি পাদরিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কার ইবাদত করেন?' পাদরি বলল, 'আল্লাহর ইবাদত করি।' ছেলেটি আবার জিজ্ঞেস করল, 'আল্লাহ কি এই বাদশা?' পাদরি বলল, 'না; বরং আল্লাহ হলেন আমার, তোমার ও বাদশাহ সবার প্রতিপালক।' এভাবে পাদরি ওই ছেলেটির সামনে দ্বীনের সমস্ত বিষয় আলোচনা করল এবং তাকে দ্বীনের পথে আহ্বান করল।

ছেলেটি ইমান আনল। এরপর থেকে যখনই জাদুকরের কাছে যেত, যাওয়ার সময় বা আসার সময় এই পাদরির কাছে বসে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করত। কখনো কখনো পাদরির কাছে সময় বেশি ব্যয় হয়ে যাওয়ার কারণে জাদুকরের কাছে পৌঁছতে বিলম্ব হতো। তখন জাদুকর তাকে প্রহার করত। কখনো কখনো তার পরিবারের সদস্যদেরকেও প্রহার করত। এভাবে যখন তার কষ্ট বেড়ে গেল, পাদরির কাছে অভিযোগ করল।

পাদরি তাকে বলে দিল, যখন তুমি জাদুকরের ভয় করবে, বলবে, 'পরিবারের কাজে আমার বিলম্ব হয়ে গেছে, তারা আমাকে আসতে দেরি করিয়েছে।' আর যখন পরিবারের ভয় করবে, তখন বলবে, 'জাদুকর আমাকে দেরি করিয়েছে।' এভাবে চলল আরও কিছুদিন। সে প্রতিদিন জাদুশিক্ষাও পাচ্ছিল, আবার দ্বীনের শিক্ষাও পাচ্ছিল। পাদরি বলত, 'তোমার প্রতিপালক আল্লাহ' আর জাদুকর বলত, 'তোমার প্রতিপালক বাদশাহ।' এভাব চলতে চলতে হঠাৎ একদিন দেখল, রাস্তায় বিশাল একটি জন্তু বসে আছে। যার কারণে লোকজন পথ চলতে পারছে না।

এ অবস্থায় ছেলেটির ভেতর অদ্ভুদ এক চিন্তা কাজ করতে লাগল। মনে মনে সে প্রতিজ্ঞা করল, আজ আমি পরীক্ষা করব, পাদরি উত্তম নাকি জাদুকর উত্তম? এরপর সে একটি পাথর নিয়ে বলল, 'আল্লাহ, যদি আপনার কাছে পাদরির দ্বীন প্রিয় হয়, তাহলে এই জন্তুকে মেরে ফেলেন এবং লোকজনের চলাচলের ব্যবস্থা করে দেন।' এটা বলে ছেলেটি পাথর নিক্ষেপ করলে জন্তুটি মারা গেল। লোকজন ভয় পেয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল এবং পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, 'কে এই জন্তু হত্যা করেছে? কে এই জন্তু হত্যা করেছে?'

তখন কেউ কেউ ছেলেটির দিকে ইশারা করল, সে-ই একাজ করেছে। কেউ কেউ তার দ্বারা এমন কাজ অসম্ভব ভেবে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। লোকজন দুই ভাগে বিভক্ত হলো, একদল তাকে সত্য বলল, একদল কথাটি মিথ্যা বলতে লাগল। তারপর যখন দেখল, ছোট একটি পাথরাঘাতে জন্তুটি মেরেছে, তখন তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে বলতে লাগল, 'ছেলেটি অবশ্যই এমন কিছু জানে—যা অন্য কেউ জানে না।' এভাবে ছেলেটির বিষয় সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি মানুষের মুখে মুখে তার কথা উচ্চারিত হতে থাকল। লোকজন তার কথা বলত আর বিস্ময় অনুভব করত।

তারপর ছেলেটি পাদরির কাছে গিয়ে বিষয়টি জানালো। তখন পাদরি তাকে বলল, 'বেটা, এখন তুমি আমার চেয়েও উত্তম। আমি বুঝতে পারছি, তোমার অবস্থান আল্লাহর দরবারে কত উঁচুতে। এখন অবশ্যই তোমাকে পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। যদি তুমি পরীক্ষার সম্মুখীন হও, খবরদার! আমার কথা বলবে না।' ছেলেটি পাদরির কাছ থেকে চলে গেল; কিন্তু পাদরির কথাগুলো তার কানে বাজতে থাকল—তুমি পরীক্ষার

মুখোমুখি হবে, তোমাকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। ছেলেটি সেখান থেকে চলে গেল।

মানুষ দলে দলে ছেলেটির কাছে আসতে আরম্ভ করল, আল্লাহর ইচ্ছায় তার কথা শুনে বিস্মিত হতে লাগল। আল্লাহ তাআলা তাকে সম্মানিত করলেন। ছেলেটি এবার জন্মান্ধ ও ধবলরোগীদের ভালো করতে লাগল, সর্বপ্রকার রোগীদের চিকিৎসা করতে লাগল। যার কারণে সব দিক থেকে লোকজন তার কাছে আসতে লাগল। লোকজন তার সামনে আসতে থাকল আর সুযোগ বুঝে সে লোকজনকে তাওহিদের দিকে—আল্লাহর একাত্মবাদের দিকে দাওয়াত দিতে থাকল, মহাপরাক্রমশালী মর্যাদার আধার আল্লাহ তাআলার ইবাদতের দিকে আহ্বান করতে থাকল। তার হাতে হাত দিয়ে হেদায়াত গ্রহণকারীর সংখ্যাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকল। কাফেরদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকল, রোগীদের মাত্রা কমতে থাকল, লোকজন তার আলোচনায় মেতে থাকল এবং তার আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতে থাকল। এভাবে চলল অনেক দিন। লোকজন তার আলোচনায় মুগ্ধতা অনুভব করতে থাকল।

একসময় বাদশাহর এক মন্ত্রীর কানে গেল খবর। সে ছিল অন্ধ। দ্রুত ছেলেটির বাড়িতে গেল। তার কাছে অনেক উপহার ছিল। যখন ছেলেটির সামনে গেল এবং হাদিয়া ও উপঢৌকনগুলো তার সামনে রাখল এবং গর্ব করে বলতে লাগল, 'যদি আমার চোখ ভালো করতে পারো, তাহলে এখানে যা আছে সবকিছু তোমার হয়ে যাবে;' এভাবে সে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া স্বর্ণ ও সম্পদের দিকে ইশারা করছিল। ছেলেটি যখন মন্ত্রীকে তার সামনে দেখল তখন ভাবল, তাকে মহামহিম আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেওয়ার মোক্ষম সুযোগ হাতে এসেছে।

তাই সে সম্পদের দিকে না তাকিয়ে, মানুষের আধিক্যের ভয় না করে; বরং একজন আদর্শ সন্তান, মমতাময়, ভদ্র ও হিতৈষী ছেলের ভূমিকা নিয়ে বলল, 'আমি তো কাউকে ভালো করতে পারি না; বরং আল্লাহ তাআলা ভালো করেন। সুতরাং যদি আপনি আল্লাহর প্রতি ইমান আনেন, তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, তিনি আপনাকে সুস্থ করে দেবেন।' মন্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর নিজের পুরোনো ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করল। সে তো একজন মানুষ—বাদশাহর পূজা করত, যে বাদশাহ কোনো প্রকার উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা রাখে না। তার হৃদয়ে ইমান প্রবেশ করল এবং দয়াময় আল্লাহ তাআলার ইবাদত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে এক আল্লাহর প্রতি ইমান আনল। আল্লাহ তাআলা তাকে সুস্থতা দান করলেন এবং তার চোখ ভালো করে দিলেন, অন্তর খুলে দিলেন, উত্তম প্রতিদান দিলেন। মন্ত্রী খুশি হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে গেল।

এখন সে সবকিছু দেখতে পারছে, মানুষের কথা শুনছে এবং মানুষকে দেখছে। সকালবেলা সে বাদশাহর দরবারে গেল এবং পূর্বের মতোই নিজ আসনে গিয়ে বসল। বাদশাহ তাকে চক্ষুষ্মান দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমার চোখ ভালো করে দিয়েছে?' আল্লাহর একাত্মবাদে বিশ্বাসী মন্ত্রী তখন জবাব দিল, 'আমার প্রতিপালক।'

মূর্খ বাদশাহ জিজ্ঞেস করল, 'আমি? আমি ভালো করে দিয়েছি?'

: না, আপনি নন।

: আমি ছাড়াও কি তোমার কোনো প্রতিপালক রয়েছে?

: আমার ও আপনার প্রতিপালক আল্লাহ।

বাদশাহ এমন কথা শুনে ক্রোধে অস্থির হয়ে পড়ল, চিৎকার করে মন্ত্রীকে শাসালো এবং মন্ত্রীকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিল। তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হলো। অবিরত কঠিন শাস্তির কারণে একসময় সে ছেলেটির কথা বলে দিল। ছেলেটিকে বাদশাহর দরবারে হাজির করা হলে বাদশাহ তাকে চিনতে পারল, আরে, এটা তো জাদুকরের ছাত্র। সুতরাং বাদশাহ তার সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে আলাপ করল এবং বলল, 'বেটা, তুমি তো আমার নিযুক্ত জাদুকরের কাছ থেকেই জাদু শিখেছ, যার দ্বারা জন্মান্ধ ও ধবলরোগীকে ভালো করছ এবং এমন এমন বহু কাজ করছ।'

ছেলেটি বলল, 'আমি কাউকে সুস্থ করতে পারি না, আল্লাহ তাআলাই সুস্থ করেন।' বাদশাহ অস্থির হয়ে উঠল এবং জিজ্ঞেস করল, 'কে তোমাকে দ্বীন শিখিয়েছে?' ছেলেটি পাদরির বিপদের ভয়ে তা বলতে অস্বীকার করল। তখন এই আল্লাহদ্রোহী বাদশাহ ছেলেটিকে শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিল। সুতরাং তাকে অবিরত কঠিন থেকে কঠিন শাস্তি দিতে থাকল। ছেলেটি ছিল ছোট; কিন্তু ছোটর প্রতি কোনো দয়া তারা প্রদর্শন করল না, তার ছোট্ট শরীরের প্রতিও কোনো মায়া দেখালো না, সামান্য করুণাও সে দেখালো না। কষ্ট সহ্য করতে করতে কঠিন কষ্টের মুখে একসময় অধৈর্য হয়ে ছেলেটি পাদরির নাম বলে দিল।

আল্লাহদ্রোহী বাদশাহর সিপাহিরা একনিষ্ঠ ইবাদতকারী, আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাকে পাকড়াও করার জন্য রওয়ানা হলো। তার গির্জা ভেঙে ফেলল, তার মনোযোগ ও একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করল। অতঃপর তাকে বাদশাহর কাছে নিয়ে এসে তার সামনে দাঁড় করালো। বাদশাহ বলল, 'তোমার দ্বীন পরিত্যাগ করো।' পাদরি বলল, 'না, এটা সম্ভব নয়।' বাদশাহ তাকে বারবার শাস্তি দিতে থাকল এবং দ্বীন ত্যাগ করার নির্দেশ দিতে থাকল। পাদরি করুণাময় আল্লাহর ইবাদতের ওপর অবিচল থাকলেন, শয়তানের সহযোগী কাফেরের কথাকে অস্বীকার করতে থাকল। তারা শাস্তি দিচ্ছিল শরীরের